84

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ইংরেজি শিক্ষার দৈন্যদশা

শিক্ষিতদের ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ও পারদর্শিতার অভাব এবং ইংরেজি শিক্ষার দৈন্যদশা আমাদের দেশের পুরনো সমস্যা। সমস্যাটি এবার বড় হয়ে সবার সামনে এসেছে এইচএসসি পরীক্ষার ফল থেকে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৮০ ভাগ থেকে ৮৫ জনই ইংরেজিতে পাস করতে পারেনি। এ বছর দেশের এইচএসসি পরীক্ষার্থীর তিন-চতুর্থাংশই অকৃতকার্য হয়েছে।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের দৈন্যদশাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাবের ফলে বিদেশী ঋণ-অনুদানকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে কয়েক বছর আগে অভিযোগ করা হয়েছিল। তারপর ডিগ্রি পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সেখানেও ইংরেজি শিক্ষার বেহাল অবস্থা।

ইংরেজি শিক্ষাদানের গোড়াতেই গলদ। যারা ইংরেজি পড়ান তাদের অধিকাংশেরই ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানের অভাব। পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু তারা বোঝেন না। গ্রাম, থানা ও জেলা পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ইংরেজি শিক্ষকের অভাব। ইংরেজি ভাষা 'শেখানোর' রেওয়াজ আমাদের দেশে কোন পর্যায়েই নেই বললে চলে। ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করতে চায়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষা পাসের ছলাকলা শেখান। যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, তারা পরীক্ষা পাসের কায়দাকানুন শিখতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে যায়। যেকোন পর্যায়ে ইংরেজীয় দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল এ সবের একটা উদাহরণমাত্র।

সকল শিক্ষার্থীকে যে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এ ব্যাপারে বিতর্কের আর অবকাশ নেই। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও তার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ শিক্ষামন্ত্রণালয় তথা সরকারকেই নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, ইংরেজির চর্চা বৃদ্ধির জন্য সরকার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় স্কুল-কলেজে ইংরেজির দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। অবসরপ্রাপ্তদের খন্ডকালীন চাকরি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় থানা কিংবা জেলা শহরে প্রতিবছর ইংরেজি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ইংরেজি শিক্ষাদানের কতটা উন্নতি হবে বলা কঠিন। যেখানে ইংরেজি শিক্ষকের অস্তিত্বই নেই, সেখানে চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। দক্ষ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আর দেশে ক'টাই পাওয়া যাবে। এ দু'টি পদক্ষেপের ফলে দেশের স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের সংখ্যা খুব বেশি বাড়বে বলে মনে হয় না। ইংরেজি শিক্ষার বর্তমান দুর্গতির কথা বিবেচনা করে কোন ধরনের 'ক্র্যাশ প্রোগ্রামের' মাধ্যমে শিক্ষকের সংখ্যা ও তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের শিক্ষা কর্মকর্তারা বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে করার কোন কারণ আমরা দেখছি না।

সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সমস্যাও সুপরিচিত। ইংরেজি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মত উপযুক্ত প্রশিক্ষক পাওয়া যাবে কোথায়। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার যোগ্যতা নেই। ফলে যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষক তৈরি করা দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে আছে। ইংরেজি শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে। সরকার যদি নীতিগতভাবে মেনে নেন যে, দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে, তবে অনেক বড় কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে পাঠ্যসূচি সংস্কারেও হাত দিতে হবে। দেশের ইংরেজি শিক্ষা যে দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে আছে তাতে কাজটা সহজ হবে না; কিন্তু কঠিন কাজগুলো দ্রুত সম্পাদন করাটাই তো সরকারের দক্ষতা প্রমাণের উপায়।